চ তু র ঙ্গ

চতুরঙ্গ (১৯১৬)

ধারাবাহিক পত্রিকা প্রকাশ :

''জ্যাঠামশায়'', *সবুজ পত্র,* অগ্র ১৩২১;
''শচীশ'', *সবুজ পত্র,* পৌষ ১৩২১;
''দামিনী'', *সবুজ পত্র,* মাঘ ১৩২১;
''শ্রীবিলাস'', *সবুজ পত্র,* ফাল্গুন ১৩২১

নামকরণ

একটু পরে গল্প আরম্ভ হতেই ব্রজেন্দ্র শীল এলেন। ইতিমধ্যে বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় এসেছিলেন। গল্পটা সবুজ পত্রে 'জেঠামহাশয়' থেকে যে তিনটে series বেরিয়েছে তারি শেষটা--এবার শ্রীবিলাসের সম্বন্ধে। সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে শুনলেন। গল্পটাতে শিলাইদায়ের খুব গন্ধ। সেখানকার ভাঙা নীলকুঠি, বালির চর প্রভৃতির বর্ণনা চমৎকার। সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে শুনলেন। সকলের এই গল্পটা বিশেষভাবে ভালো লাগল বলে বোধ হল। এই চারটে গল্পের কী নামকরণ হবে তা নিয়েও আলোচনা হল। 'চারজনা', 'চতুষ্টয়', 'চতুষ্কোন', 'শচীশ', 'দামিনী', 'শ্রীবিলাস' প্রভৃতি অনেক রকম suggested হল। শেষটা-- 'চতুরঙ্গ' কে বলাতেই সকলের একবাক্যে পছন্দ হল।

পিতৃস্মৃতি

চতুরঙ্গ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

১. যেদিন পুরুষ জীবনের বিকাশকে অস্বীকার করে নিজের সুবিধামত আদর্শ খাড়া করে, নারীকে তার অনুযায়ী গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে, সেই দিনই নারীহৃদয়ে বিদ্রোহের বীজ বপন করা হয়েছে।. . . যেদিন তাকে তার নারীত্বের মহিমা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সেইদিন থেকে সেও পুরুষকে তার পুরুষত্ব থেকে বঞ্চিত করে প্রতিশোধ নিয়েছে।

২. আজকাল খুব অল্পদিন থেকে আমাদের জীবনের সম্বন্ধে ধারণাটা বদলাচ্ছে--যেন আমরা এতক্ষণ বাইরের দেউরিতেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম--এতদিন পরে প্রথম অন্দরমহলের পথ যেন খুঁজে পেয়েছি. . . আমাদের চেতনার যেটা বাইরের দিক--যেখানে আমরা জাগ্রত--যেখানে আমরা সচেতন হয়ে যুদ্ধ করছি, আঘাত করছি এবং আঘাত পাচ্ছি। কিন্তু এই ঘাত-প্রতিঘাত উত্থান পতনের মধ্যেই আমাদের অজ্ঞাতে এক সৃষ্টি চলেছে, সেই বিরাট সৃজনলীলার রঙ্গভূমি হচ্ছে আমাদের মগ্নচৈতন্যলোক। এই এক নতুন জগৎ, যেন আমাদের সামনে অল্পে অল্পে সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

কালিদাস নাগের ডায়ারি

চতুরঙ্গ-র সময়

১৮৯৮ : কলকাতার প্লেগে জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু। শচীশের নিরুদ্দেশ। (''জ্যাঠামশাই'')

১৯০০ : লীলানন্দ স্বামীর আশ্রয়ে শচীশকে আবিস্কার। (''শচীশ'')

১৯০১ : শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাস-লীলানন্দর দূর্গম তীর্থ যাত্রা। মাঘের (জানুয়ারি) কৃষ্ণপক্ষ দ্বাদশীতে গুহায় বাস। (''শচীশ'')। মার্চ-এপ্রিলে নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা। (''দামিনী'')

১৯০২ : এপ্রিলে দামিনী-শ্রীবিলাসের বিবাহ। (''দামিনী/ শ্রীবিলাস'')

১৯০৩ : দানিনীর মৃত্যু। (''শ্রীবিলাস'')

শ্রীবিলাসের ডায়ারি

আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে

আধ্যাত্মিক সাধনা কখনোই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্রুবসত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে।. . . সেই সত্যকে জানিয়া সেই পুরুষের কাছেই আপনার সমস্তকে নিবেদন করিয়া দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা। সুতরাং তাহা সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে কোনোমতে উজানপথে চলিতে পারে না।

''রূপ ও অরূপ'', *সঞ্চয়*

ধর্ম প্রসঙ্গে

১. বাইরের শাস্ত্র থেকে পাওয়া বৌদ্ধিক ধর্ম কেবল অভ্যাসের ধর্ম, মানুষের নিজের ধর্ম নয়।

২. হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-বৈষ্ণব ইত্যাদি কৌলিক ধর্মও নিজের নয়, অভ্যাসেরই ধর্ম।

৩. যাকে 'নিজের মধ্যে' 'উদ্ভুত' করে তোলা যায় তাই মানুষের স্বধর্ম।

৪. এই আত্ম-উদ্ভাবনই মানুষের আত্মসৃষ্টি।

৫. আত্মসৃষ্টির পথেই মানুষ তার স্বভাবকে পায়, যা কদাচ জীবস্বভাব নয়, মানবস্বভাব; ফলত স্বভাবকে অতিক্রম করে স্বভাবকে লাভই মানুষের স্বধর্ম।

বইপত্র

অর্চনা মজুমদার, *রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা*, কলকাতা : দেজ পাবলিশিং

তপোব্রত ঘোষ, *শ্রীবিলাসের ডায়ারি*, কলকাতা : ভারবি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র জীবনী*, ৩য় খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী

প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ৭ম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ

বুদ্ধদেব বসু, *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য*, কলকাতা : নিউ এজ

শঙ্খ ঘোষ, *দামিনীর গান*, কলকাতা : প্যাপিরাস

সত্যব্রত দে, *রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা*, কলকাতা : প্রজ্ঞাবিকাশ

সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্র উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি